সংবাদ

তারিখ 29 MAR 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

তনুর পরিবারের সঙ্গে অমানবিক আচরণ

তনু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্তের নামে তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ে চাপ দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যরা। এ নিয়ে গণমাধ্যমগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জানা গেছে, তনুর মা আনোয়ারা বেগমকে গ্রামের বাড়ি থেকে রাত ১২টার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় র‍্যাব-১১ এর কার্যালয়ে। সেখানে তাকে সারা রাত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার কাছ থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই প্রশ্ন করা হয় বারবার। জানতে চাওয়া হয় যে, তনুর সঙ্গে কারও প্রেমের সম্পর্ক ছিল কিনা। মেয়ের বিয়ে কেন দেয়া হয়নি সেই প্রশ্নও করা হয়েছে। তনুর বাবা ও ভাইসহ তার এক চাচাতো বোনকেও একই প্রশ্ন করেছে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তারা। কয়েক দফা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। র‍্যাব-১১ কুমিল্লার উপ-পরিচালক মেজর মো. খুরশীদ আলম গণমাধ্যমকে বলেছেন, তদন্ত একটি চলমান প্রক্রিয়া। তার অংশ হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

তদন্ত একটি চলমান প্রক্রিয়া সেটা ঠিক আছে, তদন্ত চলতে থাকুক। তদন্তের প্রয়োজনে ভিকটিমের পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আমরা প্রথমে জানতে চাই, তাদের প্রয়োজনে ভিকটিমের স্বজনদের ছাড়া আর কাকে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিনা সেটা জানা জরুরি। অভিযোগ রয়েছে, তনু হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি সেনানিবাসে সংঘটিত হয়েছে বলে তদন্ত প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। জনমনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, একটি বিশেষ এলাকায় তনু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে মূল অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা হতে পারে। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে তনুর একটি 'প্রেমের সম্পর্ক' স্বীকারের জন্য তার পরিবারকে চাপ দেয়া হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্ন উঠেছে। তনুর বা তার ভাইয়ের একটি প্রেমজনিত সম্পর্ক আছে প্রমাণ করা গেলে হয়তো বিশেষ মহলের স্বার্থরক্ষা সহজ হবে।

ভিকটিমের স্বজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা আইন পরিপন্থী নয়। তবে বর্বর হত্যার শিকার একটি মেয়ের বাবা-মার সঙ্গে কথা বলতে হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ন্যূনতম মানবিকতা তো দেখাতে হবে। তনুর মাকে রাত ১২টার সময় র‍্যাবের কার্যালয়ে নেয়া কতটা জরুরি ছিল বা আইনসিদ্ধ ছিল সেটা আমরা জানতে চাই। আইনানুযায়ী, রাতে কোন নারীকে র‍্যাব তাদের কার্যালয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এক্ষেত্রে তারা স্পষ্টতই আইনের বরখেলাপ করেছে। যে পরিবারটি সন্তান হত্যার বিচার চাচ্ছে, সেই পরিবারকে মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক স্বীকার করার জন্য চাপ দেয়া চরম অমানবিক আচরণ। এর মধ্য দিয়ে র‍্যাব মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

তনু হত্যার বিচারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন চলছে। সরকার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু র‍্যাবের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে তদন্ত চলছে উল্টোপথে। আমরা চাই সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করে আইনের মুখোমুখি করা হোক। তদন্তকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করা বা ভিকটিমের পরিবারকে হয়রানি করা কাম্য নয়। আমরা চাই না তনু হত্যার তদন্তে এমন কিছু হোক যাতে এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। তনুর পরিবারের সঙ্গে অমানবিক আচরণের সঙ্গে জড়িত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহি আদায় করতে হবে।